তারিখ: ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বিষয়: কৃষি সংকট এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে সংসদের একটি বিশেষ যৌথ অধিবেশন জরুরি ভিত্তিতে আহ্বানের অনুরোধ

মহাশয়,

দেশের কৃষিক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান সংকট এই মুহূর্তে কৃষির পরিসর পেরিয়ে সভ্যতার সংকট হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে উদ্বিগ্ন নাগরিক হিসাবে, আমরা আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। এই সংকটের ভয়াবহতা এখন আর শুধুমাত্র জমি, উপার্জন, জীবিকা এবং উৎপাদনশীলতা হারানো দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়, এই সংকট আমাদের মানবিকতা বোধকেও প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

একের পর এক সরকার গ্রামীণ ভারতকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে দেখেছে, কৃষকদের সর্বস্বান্ত হতে দেখেছে অথচ তাঁদের দুর্দশা মোচনের জন্য তেমন কিছুই করেনি। সর্বস্ব হারানো ছিন্নমূল মানুষের বেড়ে চলা দুর্ভোগ, আর বিগত ২০ বছরে ৩,০০,০০০ লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যার সাক্ষী থেকেছে। প্রায় ২০০টি কৃষক সংগঠন এবং আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক, শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিখিল ভারত কৃষক সংগ্রাম কোঅর্ডিনেশন কমিটি (এআইকেএসসিসি, AIKSCC) তাঁদের জীবন-জীবিকা রক্ষার জন্য লড়াই করছে এবং এই লক্ষ্যে ২৮শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লির উদ্দেশ্যে তিনদিন ব্যাপী কৃষক মুক্তি যাত্রার আয়োজন করেছে। ২১ দিন ব্যাপী সম্পূর্ণরূপে কৃষি সংকট এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য উৎসর্গীকৃত সংসদের যৌথ অধিবেশনের তাঁদের দাবির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

এই চরম সংকট যার প্রভাবে দেশের শতকরা ৭০ শতাংশ ভারতীয় নাগরিক চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, সংসদের যৌথ অধিবেশনে এই সংকট বিষয়ে বিস্তারে আলোচনার জন্য ভারত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি তথা দেশের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে আমরা আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। সাম্প্রতিক অতীতে মধ্যরাতের যৌথ কক্ষের সংসদীয় অধিবেশনে পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি, GST) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে দেশের লক্ষ কোটি নাগরিকের জীবনের এই দুর্বিষহ অবস্থা সংসদের একনিষ্ঠ মনোযোগ এবং এই দূরাবস্থার মোকাবিলায় স্থায়ী সমাধান খোঁজার প্রতিশ্রুতি দাবি করে।

আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের এই দাবি দুঃস্থ কৃষক, শ্রমিক, অরণ্যচারী মানুষ, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং আঙ্গনওয়াড়ি, স্বাস্থ্যকর্মী তথা সহকারী সেবিকা প্রসূতি কর্মী প্রমুখ দেশের সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য-সেবা কর্মসূচির গুরুদায়িত্ব বহনকারী পদাতিক সৈন্যদের অসংখ্য প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, দাবিপত্র, আবেদন-নিবেদন ইত্যাদির পরেও দেশের কৃষি সংকট একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

গ্রামীণ ভারতীয়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঋণমুক্তি, লাভজনক দর, ন্যায্য মজুরি, কর্মসংস্থান এবং শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জনের প্রচেষ্টা আপনার স্বীকৃতি লাভ করবে বলে আমরা আশা রাখি। এআইকেএসসিসির পক্ষ থেকে, দুটি বিল – ২০১৮ সালের কৃষকদের ঋণমুক্তি বিল এবং কৃষিজাত পণ্যের লাভজনক ন্যূনতম সুনির্দিষ্ট সহায়ক মূল্য বিল, ইতিমধ্যেই সংসদে পেশ করা হয়েছে এবং আলোচনার অপেক্ষায় রয়েছে। বিশেষ সংসদীয় অধিবেশন চলাকালীন এই বিলগুলি বলবৎ করার বিষয়েও বিশদে আলোচনা প্রয়োজন।

আমাদের সংবিধানের সাম্যের পথ নির্দেশক নীতিগুলির প্রতি সম্মান রেখে আমরা আপনার কাছ থেকে এই কৃষি-বিষয়ক বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন আশা করি। গ্রামীণ ভারতকে ধ্বংসের সামনে দাঁড় করানো কৃষি ব্যবস্থার সংকট সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের দাবির প্রতি সম্মতি প্রদান প্রকৃতপক্ষে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রকাশ হবে, ফলস্বরূপ আমাদের সংবিধানের আদর্শগুলিকে রক্ষা করার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর জনগণ আরও আস্থাভাজন হবে।

একথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে গ্রামীণ ভারত এই পৃথিবীর জটিলতম পরিসরগুলির মধ্যে একটি এবং এই বিশেষ অধিবেশনটি আমাদের গ্রামাঞ্চল যে সকল দুর্বিষহ সমস্যার শিকার সেগুলিকে খতিয়ে দেখার সুযোগ করে দেবে। কৃষক আত্মহত্যা, অনাহারে ক্ষুধার্ত শিশুদের মৃত্যু, বেকারত্ব বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান কাঠামোবিহীনতা এবং ঋণদায়গ্রস্ততা, গবাদি পশু নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং সামগ্রিক অনিশ্চয়তার কারণে বর্তমানে কৃষিব্যবস্থা অভূতপূর্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এর ফলে, আমাদের একদা গর্বিত খাদ্য উৎপাদকেরা আজ গৃহ শ্রমিক এবং দিনমজুরের মতো শোষণমূলক কাজগুলি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ২০১১ সালের আদমশুমারি থেকে প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালের তুলনায় কৃষক সংখ্যায় প্রায় দেড় কোটি হ্রাস হয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের অভিবাসনের এই চিত্রটি স্পষ্ট করে দেখিয়ে

দেয় কেমন করে কৃষি সংকট গ্রামীণ ভারতের সীমা পেরিয়ে আজ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা তথা আমাদের সামগ্রিক খাদ্য সার্বভৌমত্বকেই গ্রাস করতে বসেছে।

এছাড়াও, আমরা আপনার হস্তক্ষেপ চাইছি যাতে কৃষি সংকট বিষয়ক এই বিশেষ অধিবেশনটিতে সংকটের প্রকৃত ভুক্তভোগীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সাক্ষ্য প্রদানের অবকাশ অবশ্যই থাকে। সংসদের ভিতর থেকে তাঁদের স্বর উঠে আসবে। তার ফলে সংসদ ভবনের কক্ষ থেকে এই অধিবেশনকালে দেশের কৃষিজীবীরা সারা দেশের সহনাগরিকদের এবং তাঁদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে নিজেদের বয়ান রাখতে পারবেন। বলতে পারবেন বিধ্বংসী কৃষি নীতির প্রভাব, গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা এবং ফসলের ন্যায্য মূল্যের অভাব, জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার বেসরকারিকরণের মধ্যে নিহিত অসহনীয় নির্মমতার কথা। ২০০৬ সালে জাতীয় কৃষক কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত যুগান্তকারী সুপারিশের মতো ব্যাপক পদক্ষেপ এবং অধুনা তামাদি হয়ে যাওয়া মহিলা কৃষকদের অধিকার সংক্রান্ত বিলটি সঠিক পদক্ষেপ হলেও বাস্তবায়িত হয়নি।

যাঁদের শ্রমের উপর গ্রামীণ অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে, সেই মহিলা কৃষকদের অবদান এবং তাঁদের অবস্থা সংসদের যুগ্ম অধিবেশনে তুলে ধরার লক্ষ্যে আমরা আপনার মধ্যস্থতা দাবি করছি, এই মহিলা কৃষিজীবীরা সমাজের কাছ থেকে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকুও পাননি। এই অধিবেশনে সংসদ তথা সারা দেশ ভূমিহীন কৃষক, ভাগ চাষি, কৃষি শ্রমিক, দলিত ও আদিবাসী কৃষক তথা বৈচিত্র্যপূর্ণ নানান আনুষঙ্গিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান দুর্দশার কথা শুনবে, বুঝবে এবং সম্ভাব্য সমাধানের পথ সন্ধান করবে।

২০১৮ সালের মার্চ মাসে, মহারাষ্ট্রের চল্লিশ হাজার কৃষক ও শ্রমিক নাসিক থেকে মুম্বই পর্যন্ত লং মার্চে সামিল হয়ে রাজ্য বিধানসভা ঘেরাও করে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সচেতন অনুগামী হিসাবে নিজেদের বিচক্ষণতার নিদর্শন তাঁরা রেখেছিলেন। আমাদের বিনীত অনুরোধ, ভারতবর্ষের সংবিধান দ্বারা নিযুক্ত দেশের প্রধানতম প্রজারক্ষক হিসাবে, নভেম্বরে এআইকেএসসিসির দিল্লিগামী লং মার্চ কর্মসূচি শেষ হলে, আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এই সকল মানুষের যোগদান সুনিশ্চিত করা তথা তাঁদের কথায় গুরুত্ব আরোপ করা যায়। এই সকল মানুষ যে শুধুমাত্র দেশের মানুষের মুখে অন্ন জুগিয়ে প্রতিপালন করেন তা নয়, তাঁরা গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীও বটে।

আন্তরিক অভিনন্দনসহ,

ভারতের নাগরিকগণ (নিম্নস্বাক্ষরিত)